পাঁচটি ক্যাটাগরীর জয়িতা ঃ

প্রাথমিকভাবে নিম্নরূপ পাঁচ ক্যাটাগরীতে জয়ীতা নির্বাচনের প্রস্তাব করা হচ্ছে ঃ

ক) অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী ঃ একজন নারী যিনি স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং অন্যদেরও পথ দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে (যেমন: একজন নারী যিনি এলাকার বাজারে প্রথম দোকান দিয়েছেন বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও উৎসাহিত হয়েছেন এবং এগিয়ে এসেছেন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে। কিংবা একজন নারী যিনি নিজে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা দিয়েছেন, যেখানে অন্যান্য নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন)।

খ) শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী ঃ একজন নারী যিনি নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন (যেমনঃ একজন অদম্য নারী যিনি দারিদ্র্য ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতা ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজেকে জয় করে পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কিংবা যিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মধ্যে প্রথম বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য গিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন অথবা যিনি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ে কাজ করছেন)।

গ) সফল জননী নারী ঃ একজন নারী যিনি একক প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিকূলতাকে জয় করে তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, যারা বিভিন্ন পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন (যেমনঃ একজন বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা নারী যার সকল সন্তানই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন)।

ঘ) নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী ঃ নির্যাতনের শিকার নারী যিনি আবারও চেষ্টা করে নির্যাতনের বিভীষিকা পেছনে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করে সফল হয়েছেন (যেমনঃ একজন নারী যার হাতের আঙ্গুলগুলো তার স্বামী কেটে দিয়েছিল শুধু পড়ালেখা করতে চাওয়ার কারণে কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি, পড়ালেখা চালিয়ে গেছেন এবং সাফল্য অর্জন করেছেন কিংবা একজন নারী যিনি এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন কিন্তু তারপরও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

ঙ) সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী ঃ সমাজের যে কোন ধরনের অন্যায় বা অসংগতি, কুসংস্কার ধর্মান্ধতা দূর করার ক্ষেত্রে যে নারী নানাবিধ সফল উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সমাজ গঠনে প্রসংশনিয় অবদান রেখেছেন (যেমনঃ একজন নারী যিনি স্বউদ্যোগে দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা বাল্য বিবাহ রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন অথবা মাদকাসক্তি নির্মূলে অগ্রণী ভুমিকা রেখেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

তবে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ ক্রমে ক্যাটাগরী পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নতুন সংযোজনের সুযোগ থাকবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।